গাইবান্ধার রাধাকৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

প্রাথমিক শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

প্রাথমিক শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শিক্ষায় ভর্তির হার প্রায় শতভাগে উন্নীত করা, সমাপনী পরীক্ষায় ব্যাপক অংশগ্রহণ ও পাসের হার, বিশেষ করে মেয়েশিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উচ্চতর সীমায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের এ অগ্রগতি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে, ২০১০ সালে ২২ লাখের বেশি শিক্ষার্থী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং পাসের হার ছিল ৯২ শতাংশ। ২০১২ সালের সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয় প্রায় ২৭ লাখ শিক্ষার্থী এবং পাসের হার উন্নীত হয় ৯৭ ভাগে। ২০১৫ সালে ২৯ লাখ ৪৯ হাজার ৬৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং পাসের হার দাঁড়ায় ৯৮.৫২ ভাগে।

এ অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মেয়েশিশুদের অংশগ্রহণ। উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ এখনও অনেক কম হলেও প্রাথমিক শিক্ষায় তা প্রায় সমানে সমান। তার মানে সমাজের সকল মেয়েশিশুই এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো অতি দরিদ্র শিশুদের অংশগ্রহণ। দেশের পিছিয়ে থাকা জনপদ, বিচ্ছিন্ন এলাকাসমূহ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুরাও এখন প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার লাভ করছে এবং বিদ্যালয়ে টিকে থাকার অনুপ্রেরণা পাচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে।

বলা বাহুল্য, প্রাথমিক স্তরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও এবতেদায়ি মাদ্রাসা, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর অংশগ্রহণ এবং পাসের হারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি দৃশ্যমান।

অবৈতনিক শিক্ষা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম, ইনক্লুসিভ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুকরণ, শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা চালুর অঙ্গীকারসহ প্রাথমিক শিক্ষায় গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপকে এ সফলতার অন্যতম সূচক হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং সর্বমহলে প্রশংসিত কার্যক্রম হচ্ছে বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই উৎসব আয়োজন এবং শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া। এ উপলক্ষে লক্ষ-কোটি বই ছাপানো এবং বিতরণের মহোৎসব আয়োজনের সফলতা বিশ্বব্যাপী প্রশংসার দাবিদার।

এতদসত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার মান এখনও প্রশ্নের সম্মুখীন। শিক্ষার্থীরা কী শিখছে, কীভাবে শিখছে, তা জাতিগঠনে কতটুকু অবদান রাখছে- এসব আলাচনাও এখন প্রকট হয়ে উঠেছে। বইপুস্তকের গতানুগতিকতা, ভুলভ্রান্তি, পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি, বিশেষ করে প্রশ্নপত্রের ভুল, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি বিষয় এখন পর্যন্ত পীড়াদায়কই থেকে গেল। এখনও আদিবাসী শিক্ষার্থীদের হাতে মাতৃভাষায় বইপত্র পৌঁছানো গেল না। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর অঙ্গীকার, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রীসহ সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের অঙ্গীকার সত্ত্বেও কোনো এক অদৃশ্য কারণে কিংবা কোনো মহলের অলসতা অথবা দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এখন পর্যন্ত চালু করা গেল না আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় রয়ে গেল এই ত্রুটি, যা হয়ত খুবই ছোট, তবে বেদনাদায়ক এবং মানবাধিকারের পরিপন্থী।

তপন কুমার দাশ

হাতে নতুন বই পেয়ে উৎফুল্ল শিশুরা

আদিবাসী শিশু

আদিবাসী মাতৃভাষায় শিশুশিক্ষার বই

কমিউনিটির উদ্যোগে ফয়সাল এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলাধীন দুর্গাপুর ইউনিয়নের নলুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ফয়সাল। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সে জিপিএ ৪.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। সে নলুয়াপাড়া গ্রামের দরিদ্র আবুল হাসেম ও মাজেদা খাতুনের দ্বিতীয় সন্তান। গত জানুয়ারি ২০১৬ মাসের এসএমসি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রসঙ্গে নলুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিয় কুমার গুপ্ত জানান, বেশির ভাগ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও এখন পর্যন্ত দুইজন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। তাদের খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, ফয়সালের পিতা-মাতা আর্থিক অনটনের কারণে ফয়সালকে স্কুলে ভর্তি করতে চাচ্ছে না। পরক্ষণেই সেরা-দুর্গাপুর কার্যালয়ের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ নজরুল ইসলাম দুর্গাপুর ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও এসএমসি সদস্যদের নিয়ে ফয়সালদের বাড়িতে যান। তারা ফয়সালের পিতা-মাতার সঙ্গে আলোচনা করে ফয়সালকে আগাড় অনির্বাণ শিক্ষা নিকেতনে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। উল্লেখ্য, বিরিশিরি ইউনিয়নের পলাশকান্দি গ্রামের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আইয়ুব আলী ফয়সালের ভর্তি ব্যয় মেটানো ও পোশাক কেনার জন্য নগদে এক হাজার টাকা দেন। পাশাপাশি ফয়সালের শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য তারা সর্বদা সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। বর্তমানে ফয়সাল নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। আগাড় অনির্বাণ শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক এ. টি. এম. হারুন অর রশিদ বলেন, ফয়সাল নিয়মিত স্কুলে আসছে এবং ছাত্র হিসেবে সে অনেক ভাল।

জি. এম. নজরুল ইসলাম

প্রত্যাশা প্রকল্পের ফলাফল চিহ্নিত করার কৌশল উন্নয়ন

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রত্যাশা প্রকল্পের সক্ষমতাবিকাশী কার্যক্রমের পরিকল্পনা সভা ২৭-২৮ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গণসাক্ষরতা অভিযানের ও প্রত্যাশা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্বোধন ঘোষণা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ। তিনি সভা আয়োজনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, ২০১৩ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান আপনাদের মাধ্যমে প্রত্যাশা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে, আমরা সক্ষমতাবিকাশী কার্যক্রম পরিচালনা করেছি, কিন্তু আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করতে পারিনি। ২০১৬ সাল থেকে প্রতিটি কার্যক্রম যাতে ফলাফলভিত্তিক পরিচালিত হতে পারে এবং এ বছর আমাদের কিছু নতুন কার্যক্রম রয়েছে, যা অতীতের কার্যক্রম থেকে ভিন্ন, সে সকল কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা বিনিময় করে প্রত্যাশা প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সফল ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করাই এ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

পরিকল্পনা সভাটি দুই দিনব্যাপী বিভিন্ন সেশনে বিভক্ত ছিল। সভার শুরুতেই অংশগ্রহণকারী কিছু প্রত্যাশা উল্লেখ করেন। যেমন-

- কার্যকরী কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা।
- প্রত্যাশা প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত ও আগামী বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- প্রতিটি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল এবং প্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে জানা ইত্যাদি।

এরপর উর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক সাকিবা খাতুন সভার পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ৩ (পিইডিপি ৩) ও গণসাক্ষরতা অভিযান বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেন।

পরবর্তী সময়ে প্রত্যাশা প্রকল্পের সক্ষমতাবিকাশী নতুন ৪টি কার্যক্রম নিয়ে দলীয়ভাবে স্টেশন পদ্ধতিতে একটি সেশন পরিচালিত হয়। দলীয় কাজের সেশন শেষে তা উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রথম দিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সভার দ্বিতীয় দিন সকালের সেশনে সক্ষমতাবিকাশী নতুন আরো ৩টি কার্যক্রম নিয়ে দলীয় আলোচনা করা হয়। মধ্যাহ্ন বিরতির পর বিভিন্ন কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কোন সংস্থা, কোন সময়ে, কোন কাজটি করবেন এবং কার্যক্রম শেষে কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করবেন তারও একটি ফরমেট নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে বনশ্রী ভান্ডারী, ফোকাল পার্সন, আশ্রয় ফাউন্ডেশন বলেন, 'এ সভার মাধ্যমে আমার সকল প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে, আশা করি অন্য সবার প্রত্যাশাও পূরণ হয়েছে। এ ধরনের পরিকল্পনা সভা অতীতে কখনো আয়োজিত হয়নি। আমি বিশ্বাস করি, এ রকম সভা মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমাদের সহযোগিতা করবে।'

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক শাহাদাত হোসেন মন্ডল বলেন, 'পরিকল্পনা সভা আয়োজনের পাশাপাশি কর্মীদের যদি সক্ষমতাবিকাশী কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়, তবে তারা কার্যক্রম বাস্তবায়নে আরো দক্ষ হবেন এবং ফলাফল অর্জনে আরো বেশি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আমি মনে করি।'

তপন কুমার দাশ অংশগ্রহণকারীদের পরিকল্পনা সভার আলোকে মাঠে কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর তাগিদ দেন এবং সক্ষমতাবিকাশী কার্যক্রমের উপর কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়ে দুই দিনব্যাপী পরিকল্পনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, গণসাক্ষরতা অভিযান প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ডিএফআইডি-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের ৮টি জেলার ৩২টি ইউনিয়নে ২০১৩ সাল থেকে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

মোঃ মেহেদী হাসান

বেইসলাইন প্রতিবেদন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

মুক্তিনগর ইউনিয়ন, সাঘাটা, গাইবান্ধা

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় (৩২টি ইউনিয়নে) বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে মুক্তিনগর ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল ও সুপারিশমালা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের জুন মাসে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী মুক্তিনগর ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৬,৩৪৪টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৫,৫৯২টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ২৪,৮৮২ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ২১,৭৫২ জন। খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা ২০১৪ সালের জরিপে পাওয়া গেছে ৩.৯২ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৩.৮৯ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৬,৮০০ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৩,১৮০ জন এবং ছেলে ৩,৬২০ জন, যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৩,৮০৮ (মেয়ে ১,৮৭২, ছেলে ১,৯৩৬) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৩,৫৬৬ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ১,৭৫৯ জন এবং ১,৮০৭ জন ছেলে।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	১,২৫১	১,৩০৭	২,৫৫৮	৪৮.৯০
৬ – ১২ বছর	১,৮৭২	১,৯৩৬	৩,৮০৮	৪৯.১৬
১৩ থেকে ১৮ বছর	১,২৯৫	১,৪৭৭	২,৭৭২	৪৬.৭২
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৫,৬৩৭	৫,৫৪৯	১১,১৮৬	৫০.৩৯
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,৪৩৩	১,৬২৫	৩,০৫৮	৪৬.৮৬
৬০+ বছর	৬২৭	৮৭৩	১,৫০০	৪১.৮০
মোট:	১২,১১৫	১২,৭৬৭	২৪,৮৮২	৪৮.৬৯

তথ্যসূত্র: মুক্তিনগর ইউনিয়ন খানা জরিপ, জুন ২০১৪

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মুক্তিনগর ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ৯০ জন। অনার্স পাস করেছেন ১৯২ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাস করেছেন ৩৩৪ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ১,১৩০ জন, এসএসসি পাস করেছেন ১,৮৮০ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৮৯০ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,৬১৯ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ২,৫৪৭ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ৪,৪৫৫ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	শতকরা হার
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	১,৮০৭	১,৭৫৯	৩,৫৬৬	৯৩.৬৪
বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু	১২৯	১১৩	২৪২	৬.৩৬
মোট:	১,৯৩৬	১,৮৭২	৩,৮০৮	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,৩৭৯	১,৩৩৯	২,৭১৮	৯৩.১৫
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,৯৬৪	১,৯০০	৩,৮৬৪	৯২.১৮
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৩২৮	২৯০	৬১৮	৫৭.০১

তথ্যসূত্র: মুক্তিনগর ইউনিয়ন খানা জরিপ, জুন ২০১৪

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী মুক্তিনগর ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ২৪২ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৬ জন শিশু রয়েছে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। এরপর ১ নম্বর ওয়ার্ডে ৪০ জন এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে।

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৫১ (মেয়ে ২৮, ছেলে ২৩) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৩৪ (মেয়ে ১৯, ছেলে ১৫) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসাবে ৬৬.৬৬ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৯০.৪৭ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৬৩ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ২৬.৮ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ৫.৯ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। অন্য উপজেলায় পড়ালেখা করে ৮.৩ শতাংশ শিশু।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

মুক্তিনগর ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ৯১৯ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৪১৬ জন এবং ছেলে ৫০৩ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছেলের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, মোট ৯৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে ৪৮৪ জন ও ছেলে ৪৬৬ জন। তৃতীয় শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান, মোট ৬৬৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৩২ জন মেয়ের বিপরীতে ৩৩৩ জন ছেলে। চতুর্থ শ্রেণিতে ২৯২ জন মেয়ের বিপরীতে ২৭৯ জন ছেলে শিক্ষার্থী। পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ৪১৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯৯ জন মেয়ে ও ২১৭ জন ছেলে।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

মুক্তিনগর ইউনিয়নের ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসাবে ৬৬.৭ শতাংশ। ৫টি আধাপাকা (২৩.৮ শতাংশ) এবং ২টি কাঁচা (৯.৫ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৪টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ১৯ শতাংশ। ১৩টি (৬২ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ৪টি (১৯ শতাংশ) বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

মুক্তিনগর ইউনিয়নের ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসাবে তা ২৮.৬ শতাংশ। ১০টি বিদ্যালয়ে (৪৭.৬ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে। ৫টি বিদ্যালয়ে শুধু মেয়েদের জন্য টয়লেট ব্যবস্থা রয়েছে।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	৬	২৮.৬	ব্যবহার উপযোগী	৬	২৮.৬
উভয়েই ব্যবহার করে	১০	৪৭.৬	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	১৪	৬৬.৬
শুধু মেয়েদের জন্য	৫	২৩.৮	ব্যবহারের অনুপযোগী	১	৪.৮
শুধু ছেলেদের জন্য	০	০	বন্ধ	০	০
টয়লেট নেই	০	০	টয়লেট নেই	০	০
মোট	২১	১০০	মোট	২১	১০০

তথ্যসূত্র: মুক্তিনগর ইউনিয়ন খানা জরিপ, জুন ২০১৪

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

মুক্তিনগর ইউনিয়নে ৬,৩৪৪টি খানায় মোট ২৪,৮৮২ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব সময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ১৪.৮ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসাবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৩.১৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় মুক্তিনগর ইউনিয়নের অবস্থান খুব একটা ভালো নয়। বিনোদন ও তথ্যে অভিগম্যতা কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ৪,৪৫৫ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে মুক্তিনগর ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে, জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(এরপর ১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক দারিয়াপুরে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন থেকে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে দারিয়াপুর সরকারি বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব হলরুমে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ ওয়াজেদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলার শিক্ষা অফিসার মোঃ আপিল উদ্দীন। প্রধান অতিথি বলেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য কমিউনিটিকে আরো এগিয়ে আসতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে। তিনি এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করায় ওয়াচ গ্রুপকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে দারিয়াপুর ইউনিয়নে সমাপনী পরীক্ষায় সকল বিদ্যালয়ের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী এবং এককভাবে দারিয়াপুর সরকারি বালক প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ ফলাফল করায় প্রধান শিক্ষক মোঃ গোলাম নবীর হাতে প্রধান অতিথি ক্রেস্ট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি, ওয়াচ সদস্য, শিক্ষক, এসএমসি সদস্যসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ অংশ নেন।

মেহেরপুরের আমদহে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন থেকে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোঃ আজিমউদ্দীনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ ওলিউর রহমান। প্রধান অতিথি বলেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের এ কার্যক্রম আরো বেগবান করার জন্য কমিউনিটিকে এগিয়ে আসতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আমদহ ইউনিয়নে সমাপনী পরীক্ষায় সকল বিদ্যালয়ের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী এবং এককভাবে রাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ ফলাফল করায় সহকারী শিক্ষক মোঃ মামুনুর রহমানের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি, ওয়াচ সদস্য, শিক্ষক, এসএমসি সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন থেকে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। ২০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর নিজস্ব হলরুমে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি হাজী মোঃ হান্নানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ খায়রুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামীম সুলতান। প্রধান অতিথি বলেন, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ফলাফল বেশি ভালো। তিনি ছেলেদের পড়ালেখায় আরো মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আমঝুপি ইউনিয়নে সমাপনী পরীক্ষায় সকল বিদ্যালয়ের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী এবং এককভাবে গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ ফলাফল করায় প্রধান শিক্ষক মোঃ কিতাব আলী ও এসএমসি সভাপতি শাখাওয়াত হোসেনের হাতে প্রধান অতিথি ক্রেস্ট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ওয়াচ সদস্য, শিক্ষক, এসএমসি সদস্যসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সাদ আহাম্মদ

বিরিশিরি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক ইন্টারফেস সভা

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক এবং সেবার মানের উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে বিরিশিরি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি স্কোর কার্ড হচ্ছে বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার জনগণ কর্তৃক সেবার মান যাচাইয়ের একটি প্রক্রিয়া, যা মনিটরিং টুলস হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সভায় অতিথি ছিলেন বিনয় চন্দ্র শর্মা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং বিরিশিরি ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম রুহু। রিসোর্স পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আরডিআরএস-এর সিনিয়র প্রোজেক্ট ম্যানেজার মো: এনায়েতুল্লাহ, গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। ইন্টারফেস সভায় সভাপতিত্ব করেন এস. এম. মজিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, সেরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৫টি সহযোগী সংগঠনের কর্মীবৃন্দ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, অভিভাবক, ইউপি মেম্বার ও ওয়াচ গ্রুপ সদস্য মিলে প্রায় শতাধিক নারী-পুরুষ। একটি বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা যাচাই করা প্রয়োজন। সে জন্য ইন্টারফেস সভার পূর্বেই কমিউনিটিকে ৩টি ভাগে

বিভক্ত করে ৩টি গ্রুপ গঠন করা হয় এবং শিক্ষক ও এসএমসিকে নিয়ে একটি গ্রুপ গঠন করা হয়। উক্ত ৪টি গ্রুপের সঙ্গে এফজিডি শেষে একটি সম্মিলিত স্কোরে পৌঁছার লক্ষ্যে ইন্টারফেস সভাটি আয়োজন করা হয়। সভায় কমিউনিটির মতামতের ভিত্তিতে ১০টি সূচক নির্ধারণ করে আগামী ৬ মাসের মধ্যে ঐ সূচকের সর্বোচ্চ স্কোর পর্যায়ে পৌঁছার জন্য কমিউনিটি, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এসএমসি সবাই একমত পোষণ করে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন। ইন্টারফেস সভা শেষে ১০টি সূচকের মান উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং-এর জন্য ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি মনিটরিং দল গঠন করা হয়। এ কার্যক্রমের ফলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

কমিউনিটির উদ্যোগে আগিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণের সীমান্তবর্তী জেলা নেত্রকোণার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় প্রত্যাশা প্রকল্পাধীন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কমিউনিটি বিদ্যালয়ের ছোট ছোট সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছে। সহপাঠ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে জোরদার হচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। আগিয়া ইউনিয়নের আগিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে ডিজিটাল ব্যানার ও ফেস্টুন তৈরি করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা শহীদদের প্রতি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ, র‍্যালি ও আলোচনাসভা আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে এবং তাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয়।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম মানিক

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃত্তি প্রদান

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলাধীন বিরিশিরি ইউনিয়নের নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এসএমসি ও কমিউনিটি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পলাশকান্দি গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আইয়ুব আলী নিজস্ব অর্থায়নে নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০১৫ শিক্ষাবর্ষের ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ৬ জন মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে দুই হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করেন। গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক পর্যালোচনা ও প্রতিফলন সভায় মোঃ আইয়ুব আলী উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক প্রতিফলন ও পর্যালোচনা সভায় কমিউনিটির কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, ২০১৫ সাল থেকে নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষার্থী ভাল রেজাল্ট করবে তাদের বৃত্তি প্রদান করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ৬ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিনয় চন্দ্র শর্মা, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, দুর্গাপুর এবং সভাপতিত্ব করেন নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি মোঃ গিয়াস উদ্দিন। এছাড়াও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন, সেরা'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক ওয়ালী হাসান তালুকদার, ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ, মোঃ বাদশা মিয়া, আব্দুল আলী। নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ নজরুল ইসলাম

জোড়খালী ইউনিয়নে কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক ইন্টারফেস সভা

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার জোড়খালী ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামচন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি প্রফেসর মিজানুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন মাদারগঞ্জ উপজেলার সহকারী শিক্ষা অফিসার হারুন অর রশিদ। রামচন্দ্রপুর গ্রামে ৩টি এফজিডি করা হয়। এতে অংশ নেন অভিভাবক, স্থানীয় সুধীসমাজ, ওয়াচ কমিটির সদস্য, রামচন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও এসএমসি'র সদস্যসহ ৬০ জন প্রতিনিধি। ইন্টারফেস সভায় শিক্ষক ও এসএমসি'র মূল্যায়ন এবং স্থানীয় জনগণের মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফল জনসম্মুখে তুলে ধরা হয় এবং তারই ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে সকলে একমত হন। সভায় ভবিষ্যতে দুর্বলতা কাটিয়ে বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন বলে সকলে অঙ্গীকার করেন। এ কাজ দেখাশুনার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়। প্রধান অতিথি বলেন, স্থানীয় জনগণকে একত্রিত করে কাজ করলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জবাবদিহিতা বাড়বে এবং শিক্ষার গুণগত মান ও পরিবেশের সামগ্রিক পরিবর্তন আসবে।

ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নে কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক ইন্টারফেস সভা

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের ঘোষেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার জুলফিকার আলী। এ সভায় অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষক ও অভিভাবকদের দায়িত্ব, কীভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটানো যায়, বিদ্যালয়ের পরিবেশ কীভাবে ভাল রাখা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তি না দিয়ে কীভাবে লেখাপড়া করানো সম্ভব সেই বিষয়ে এ অনুষ্ঠানে আলোচনা হয়। প্রধান অতিথি বলেন, বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাকালে আপনারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু বিদ্যালয়টি সরকারিকরণের পর আপনারা বিদ্যালয় থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন। তাই আমি অনুরোধ করব আপনারা আবার বিদ্যালয়ের কাজে এগিয়ে আসুন। তাহলে বিদ্যালয়টি আবার আগের মতো সাফল্য অর্জন করবে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে হাজরাবাড়ি সিরাজুল হক ডিগ্রি কলেজে ফুলকোচা ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জুয়েল আশরাফ, বিশেষ অতিথি ছিলেন ফুলকোচা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিন্নাতুল বারী সোহেল, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জুলফিকার আলী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুস সালাম। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ফুলকোচা ইউনিয়ন ওয়াচ কমিটির সভাপতি এ. টি. এম. মতলুব হোসেন বাবু।

অনুরূপভাবে, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ঘোষেরপাড়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জুয়েল আশরাফ, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার জুলফিকার আলী, ঘোষেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুল রহমান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুস সালাম। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘোষেরপাড়া ইউনিয়ন ওয়াচ কমিটির সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ।

এ সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিদ্যালয়ে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে তা উপস্থাপন করা হয়। এই উপস্থাপনা শেষে মুক্ত আলোচনা হয়। এরপর সকলের অংশগ্রহণে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সকলেই এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন। সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা, এসএমসি সদস্য, অভিভাবক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ওয়াচ কমিটির সদস্যসহ মোট ১২৫ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ছিলেন ৮৫ জন পুরুষ এবং ৪০ জন নারী প্রতিনিধি।

আব্দুল হাই

ভোলার লালমোহন ও তজুমদ্দিনে মা সমাবেশে শিশুদের শিক্ষার প্রতি মায়েদের যত্নশীল হওয়ার আহ্বান

ভোলার লালমোহন ও তজুমদ্দিন উপজেলায় ধলিগৌরনগর ইউনিয়নে পলোয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও চাঁচড়া ইউনিয়নে দক্ষিণ-পশ্চিম চাঁচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ধলিগৌরনগর ইউনিয়নের পলোয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত মা সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ধলিগৌরনগর ওয়াচ কমিটির সভাপতি মোঃ জিয়াউল হক মাস্টার। পলোয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুবাইয়াত করিমের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন ওয়াচ কমিটির সদস্য তছির আহমেদ, এসএমসি'র সভাপতি সুইটি বেগম, সহকারী শিক্ষক মমতাজ বেগম ও ওয়াচ কমিটির সদস্য আছমা বেগম। মা সমাবেশে ৭৩ জন নারী ও ৬ জন পুরুষ অংশ নেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে দক্ষিণ-পশ্চিম চাঁচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশের প্রধান অতিথি ছিলেন ওয়াচ কমিটির সভাপতি সামছুল হক মাস্টার। মা সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আবু তাহের মাস্টার। বক্তব্য দেন কানু কৃষ্ণ মজুমদার, ওয়াচ কমিটির সদস্য মোঃ ছাদেক, তছির আহমেদ, সহকারী শিক্ষিকা মমিন নেছা। এতে ৭৬ জন নারী ও ৮ জন পুরুষ অংশ নেন।

মা সমাবেশে বক্তারা বলেন, শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে মায়ের ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। তাই মায়েদের শিশুর শিক্ষায় মনোনিবেশ ও স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসতে হবে। মায়েরা যদি শিশুদের শিক্ষার প্রতি যত্নশীল হন তবে শিশুরা লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে উঠবে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্কুলে যাবে ।

ভোলার লালমোহন ও তজুমদ্দিনে এসএমসি, শিক্ষক, অভিভাবক ও ওয়াচ কমিটির সভায় শিশুদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণের আহ্বান

ভোলার লালমোহন ও তজুমদ্দিন উপজেলায় এসএমসি, শিক্ষক, অভিভাবক ও ওয়াচ কমিটির সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তজুমদ্দিন উপজেলার রহমানিয়া কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় বক্তব্য দেন ওয়াচ কমিটির সভাপতি সামছুল হক মাস্টার, ওয়াচ কমিটির সদস্য আবুল কালাম নিরব, মোঃ সফিউল্লাহ, প্রধান শিক্ষক ফরিদ উদ্দিন, এসএমসি'র সভাপতি কামাল উদ্দিন এবং অভিভাবকের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন মোঃ জাকির ও আবুল কালাম। সমন্বয় সভায় ২১ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

লালমোহন উপজেলার ধলিগৌরনগর ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয় সভায় বক্তব্য দেন ওয়াচ কমিটির সভাপতি জিয়াউল হক মাস্টার, ইউপি সদস্য আবু সুপিয়ান জসিম, প্রধান শিক্ষক জহির উদ্দিন বাবর, এসএমসি সভাপতি মোঃ শরিফ উদ্দিন টিপু, অভিভাবকের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন খালেদা বেগম ও হারুন উর রশিদ। সমন্বয় সভায় ১২ জন পুরুষ ও ১৪ জন নারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষকদের আরো আন্তরিক হতে হবে। শিশুদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে তাদের স্কুলে আসার আগ্রহ বাড়াতে হবে। স্কুলে এসে শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নেওয়ার ক্ষেত্রে এসএমসিকে আরো গতিশীল করতে হবে।

ভোলার চরসামাইয়ায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের রিভিউ এন্ড রিফ্লেকশন সভা

ভোলা সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় রিভিউ এন্ড রিফ্লেকশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ আয়োজনে চরসামাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম। ইউনিয়ন ওয়াচ কমিটির সভাপতি বজলুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন চরসামাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জাহাঙ্গির আলম, মুক্তিযোদ্ধা ছিদ্দিকুর রহমান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ওয়াচ কমিটির সহ-সভাপতি ওমর আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আবুল বাশার, চরছিপলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী মোঃ হুমায়ুন কবির, নাহিদ আহমেদ তারেক প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাহেবের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আমেনা বেগম ও আজিজুল ইসলাম মেম্বার।

হারুন উর রশীদ

সিরাজগঞ্জে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জে বাস্তবায়নাধীন প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভার প্রস্তুতিমূলক সভা ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ভদ্রঘাট ইউনিয়নে এবং ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ধানগড়া ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতি সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সদস্যরা ২০১৫ সালের কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করেন এবং ২০১৬ সালে নতুন কী কী কাজ করবেন তা পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ধানগড়া ইউনিয়নে এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ভদ্রঘাট ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রেসক্লাবের সভাপতি। এ সভায় অত্র ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, ইউপি সদস্য, এনডিপি প্রতিনিধি, শিক্ষা অফিসার, ইউপি চেয়ারম্যান ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালের বাস্তবায়িত কাজের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এ সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বলেন, কমিউনিটির সকলের অংশগ্রহণে এ রকম উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা একটি সুন্দর পদক্ষেপ। সভায় ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ যেভাবে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে যাচ্ছে তাতে শিক্ষার মানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিরাজগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিউনিটি স্কোর কার্ড কর্মসূচি

এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জে বাস্তবায়নাধীন প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা মান উন্নয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিউনিটি স্কোর কার্ড কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত নলছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিউনিটি স্কোর কার্ড কর্মসূচির ইনপুট ট্র্যাকিং, সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার এফজিডি ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়নের চরভদ্রঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইনপুট ট্র্যাকিং, সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার এফজিডি ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো সামাজিক জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সেবার মান উন্নয়ন ও সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা; নম্বর প্রদানের মাধ্যমে সেবার মান নির্ধারণ করা; সেবাদাতা (শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটি) ও সেবাগ্রহীতার (অভিভাবক) মধ্যে যোগাযোগ, বিশ্বাস, অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আগামী ছয় মাস পর বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন ও পরিবর্তনসমূহ কমিউনিটি স্কোর কার্ডের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

সিরাজগঞ্জে মা সমাবেশে সব শিশুকে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে পাঠাতে মায়েদের অঙ্গীকার

এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জে বাস্তবায়নাধীন প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে পাঙ্গাসী ইউনিয়নে ২টি ও ঝাঐল ইউনিয়নে ২টি মিলে দুই ইউনিয়নে মোট চারটি মা সমাবেশ পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর নিয়মিত উপস্থিতি ও লেখাপড়ার প্রতি মা/অভিভাবকদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। মা/অভিভাবকরা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে বাড়িতে লেখাপড়ার প্রতি খেয়াল রাখবেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবেন বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

আরিফুল ইসলাম

ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনগণ : দুইয়ে মিলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন

শিক্ষাখাতে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে হবিগঞ্জ জেলার প্রত্যাশা প্রকল্প এলাকাধীন গোপায়া ইউনিয়ন পরিষদ। গোপায়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের অবিরত এডভোকেসির ফলে গোপায়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ পরিষদের সকল সদস্যের সামনে উন্নয়নের এক নতুন ক্যানভাস তৈরি হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছেন সীমিত সম্পদে অধিক সংখ্যক মানুষের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন করতে গেলে শিক্ষাখাতই হচ্ছে একমাত্র জায়গা। তাই তারা বাজেটে ১০ ভাগেরও বেশি বরাদ্দ রাখছেন। ব্যয় করছেন তারও বেশি। বাজেট প্রণয়নের সময় ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষায় অগ্রাধিকার খাতসমূহ চিহ্নিত করছেন।

শিক্ষার উন্নয়নে গোপায়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গোটা পরিষদ একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি করছেন। ইতোমধ্যে তারা যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন তার মধ্যে রয়েছে ইউনিয়নের সকল বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে খাতা বিতরণ, বিদ্যালয়সমূহে ২টি করে সিলিং ফ্যান, ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটার বিতরণ, বুক সেল্ফ প্রদান, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করে দেওয়া, ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার তৈরি, কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডেস্ক-বেঞ্চ প্রদান, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন এবং ইউনিয়নের সকল বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে একটি করে পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার স্থাপন, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ইউনিফর্ম প্রদান, সকল ক্লাসের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান এবং কয়েকটি বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করে দেওয়া উল্লেখযোগ্য।

এ সকল কাজ সম্পন্ন করতে চলতি অর্থবছরের বাজেট থেকে ইতোমধ্যেই ১০ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন

গোপায়া ইউনিয়নের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর লক্ষ্যে বছরের শুরুতে সমগ্র ইউনিয়নে চলে অভিনব প্রচারণা কার্যক্রম। এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন ইউপি চেয়ারম্যান চৌধুরী মিজবাহুল বারী লিটন।

পরিষদের সদস্যরা এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের প্রায় সকল কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে শিক্ষার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এর ফলও আসা শুরু হয়েছে। ২০১৫ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় এই ইউনিয়ন থেকে কোনো ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেনি। প্রত্যাশা প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত কর্মীর সংগৃহীত পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, এই ইউনিয়নে ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক উপস্থিতি ৮৯%।

চেয়ারম্যানসহ পরিষদের সকল সদস্য দৈনন্দিন বিভিন্ন কার্যক্রম, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান, সালিশ ইত্যাদির সময় খুবই গুরুত্ব সহকারে শিক্ষার উন্নয়নে সকলকে সহযোগিতার আহ্বান জানান। শিক্ষার উন্নয়নে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোপায়া ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগ ও অবদান অনস্বীকার্য। আর এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে প্রত্যাশা প্রকল্পের মাধ্যমে গোপায়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নানাবিধ কার্যক্রমের ফলে।

কাজল সমাদ্দার

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও কর্মপরিকল্পনা পুনর্নির্ধারণ

হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় এসেড ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় গোপায়া ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা পুনর্নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন গোপায়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি ফজলুর রহমান ফজল। রিসোর্স পার্সন ছিলেন মোঃ মাহমুদুল হক, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপাপ্ত)। সভায় অংশগ্রহণ করেন গোপায়া ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সভাপতি, ইউপি সদস্য, মিডিয়াকর্মী ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যরা। সভার শুরুতেই গোপায়া ইউনিয়নের পূর্বের ও বর্তমান সময়ের শিক্ষার তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়। রিসোর্স পার্সন বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষার মূল শিক্ষা সহায়তায় সরকার কাজ করছে, বিশেষ করে শিক্ষক, বিদ্যালয়, পাঠ্যপুস্তক, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং পর্যবেক্ষণ ও তদারকির জন্য শিক্ষা প্রশাসন রয়েছে। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসনের লোকবল সঙ্কট ও কাজের পরিধির কারণে পর্যবেক্ষণ ও তদারকি ভালভাবে করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এ ব্যাপারে ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ও স্থানীয় কমিউনিটি সহায়তা করতে পারে।' অতঃপর উপস্থিত সকলে দলে বিভক্ত হয়ে কার্যক্রম নির্ধারণে অংশগ্রহণ করেন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

সমাপনী পর্বে গোপায়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজবাহুল বারী লিটন বলেন, কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের কাজের ধারাবাহিকতা যদি আমরা ধরে রাখি, তাহলে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে। গোপায়া ইউনিয়নের ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদ পানির জন্য একটি করে ফিল্টার প্রদান করা হবে। সর্বশেষে তিনি স্বেচ্ছাসেবামূলক এই কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

মাহফুজুর রহমান

বালিয়াডাঙ্গায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মতবিনিময় সভায় নিয়মিত অভিভাবক সভার আহ্বান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি শহীদুল্লাহ শেখ। সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নিরলসভাবে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন। সভায় সভাপতি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক অভিভাবকদের নিয়ে সভা আয়োজন এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। সভায় সকল সদস্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

সাহস কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সাহস ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, ইউপি সদস্য, ইউপি সচিবসহ ২৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে ২০১৬ সালের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সভায় অংশগ্রহণকারীরা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমাধান করে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং ঝরে পড়া রোধে যথাযথ দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন। এ লক্ষ্যে সকলে সর্বসম্মতভাবে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের অঙ্গীকার

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ডবডবিয়া আর. কে. বি. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, এসএমসি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সভায় কমিউনিটি স্কোর কার্ডের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে চলমান সেবা ও সুবিধাসমূহের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয় এবং মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় বক্তারা বলেন, 'বিদ্যালয়ের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের সকলকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে আসি তাহলে বিদ্যালয়কে ভাল অবস্থানে পৌঁছে দিতে পারব।' বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক সকলে একত্রে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মতবিনিময় সভায় সমন্বিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে শরাফপুর ইউনিয়নে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে সাহস ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা সমন্বিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। শরাফপুর ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি শ্রাবন্তী মন্ডল বলেন, 'আমরা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উত্তর কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিকের জন্য শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের কাজ শুরু করেছি, এই বিদ্যালয়ের অফিস রুম মেরামতে সহায়তা করেছি। আমাদের আরো অনেক কাজ চলমান রয়েছে। সকলে একত্রে কাজ করলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নতুন করে সাজাতে পারব।'

বনশ্রী ভান্ডারী

গাইবান্ধার সাঘাটা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় ২৪ জানুযারি ২০১৬ তারিখে গাইবান্ধার সাঘাটা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা সভা মোঃ আইয়ুব হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে উদয়ন চত্বর, পুটিমারিতে অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ শফিউজজামান ভূইয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাঘাটা। তিনি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজের প্রশংসা এবং কাজের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তিনি ওয়াচ কমিটির কাজে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। পর্যালোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মো: শাহাদত হোসেন মন্ডল, নির্বাহী পরিচালক, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা, সাঘাটা এবং মো: মোশারফ হোসেন সুইট, চেয়ারম্যান, সাঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ, সাঘাটা। এ সভায় বিগত বছরের কাজের পর্যালোচনা এবং সকলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে আগামী বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এলাকার অভিভাবক, এসএমসি, পিটিএ, শিক্ষকসহ ৯০ জন প্রতিনিধি এ সভায় অংশ নেন।

গাইবান্ধার সাঘাটা ও ফুলছড়ি ইউনিয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক ইন্টারফেস সভা

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গাইবান্ধার সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলায় বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক দুটি ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে সাঘাটা ইউনিয়নে ছাটযোগীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক একটি ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল। সভায় রিসোর্স পার্সন ছিলেন মোঃ আব্দুল গফ্ফার , উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সাঘাটা। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, অভিভাবক, এসএমসি ও শিক্ষকসহ ১০৫ জন প্রতিনিধি। এর আগে শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যদের নিয়ে একটি এবং অভিভাবকদের নিয়ে আলাদাভাবে তিনটি এফজিডি করা হয়। এফজিডির সূচকসমূহ ছিল বাড়ি পরিদর্শন, আকর্ষণীয় পাঠদান, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, সহপাঠক্রমিক কাজ, সময়ানুবর্তিতা, শারীরিক ও মানসিক শাস্তি পরিহার, স্কুল ড্রেস পরিধান, দৈনিক সমাবেশ আয়োজন, ফুল ও সবজি বাগান, দুর্বল শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নে পূর্ব পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক আরেকটি ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রিসোর্স পার্সন ছিলেন মো: শহিদুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার, ফুলছড়ি। ফুলছড়ি শিক্ষা ওয়াচ কমিটি ও পূর্বপারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি মোঃ আব্দুর রহিম প্রামানিকের সভাপতিত্বে এ ইন্টারফেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সদস্য, অভিভাবক, এসএমসি ও শিক্ষকসহ ১০২ জন প্রতিনিধি। এখানেও অনুরূপ সূচক নিয়ে এফজিডি'র মাধ্যমে স্কোর নির্ধারণ করা হয়।

আনছারুজ্জামান

সাঘাটা ইউনিয়নে ইন্টারফেস সভা

ফুলছড়ি ইউনিয়নে ইন্টারফেস সভা

(পৃষ্ঠা ৪-এর পর)

বেইসলাইন প্রতিবেদন, মুক্তিনগর ইউনিয়ন, সাঘাটা, গাইবান্ধা

সুপারিশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে এককভাবে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পক্ষকে সমন্বয় করে একযোগে কাজ করতে হবে। স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রমের মূল দায়িত্বে থাকলেও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সহায়তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে এর সফল বাস্তবায়ন বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সক্রিয়করণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল পক্ষ যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়–দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হলে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচকগুলো দৃষ্টিগোচর হবে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর প্রাণ হলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। তাদের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য তাদের যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- শিশু ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণা চালানো;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (SMC, SLIP) সক্রিয়করণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা/পরামর্শ প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে নজরদারি;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রচারণা চালানো;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলি নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেনদরবার করা।

স্থানীয় জনগণ

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কোনো কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেহেতু কর্ম এলাকায় স্থানীয় জনগণের ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করে সে কারণে তাদের এই কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করা দরকার। এই কার্যক্রমকে সফল করতে হলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় জনগণকে যেসব কাজের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশু চিহ্নিতকরণে;
- বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- যোগ্য ব্যক্তিদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিতকরণে উদ্বুদ্ধ করে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন স্থানীয় চায়ের দোকানিদের শিশুদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- নিজ এলাকার/গ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও লেখাপড়ার মান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে।

অভিভাবক

দিনের বেশির ভাগ সময় শিশু বাড়িতে কাটায়। তাই শিশুর পড়ালেখার ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা অপরিসীম। অভিভাবকের সচেতনতা শিশুর পড়ালেখাসহ সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। এই কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে অভিভাবকদের যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণের প্রচারণায়;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- অভিভাবকদের শিশুর লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে;
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত অভিভাবক সভায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে।

জনপ্রতিনিধি

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও উন্নয়নকাজ তদারকির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি অন্যতম। ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর খোঁজখবর রাখা ও বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করা তাদের দায়িত্বের অংশ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে 'ওয়াচ গ্রুপ' এই কমিটিকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে। যেমন-

- নিয়মিতভাবে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিয়মিত পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন চায়ের দোকানসমূহে শিশুরা যাতে টেলিভিশন দেখার সুযোগ না পায় সেই বিষয়ে ইউনিয়ন থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- ভর্তি না হওয়া/ঝরে পড়া অতি দরিদ্র অভিভাবকদের ভিজিএফ কার্ড প্রদানসহ পরিষদ থেকে অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে।

এসএমসি

বিদ্যালয়ের প্রাণ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, পড়ালেখার মান ইত্যাদি বিষয়গুলো তদারকি করেন এসএমসি'র সদস্যগণ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সঙ্গে এসএমসিকে যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- এসএমসি সদস্য হিসেবে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনকরণে;
- বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে এসএমসি সভা আয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- সদস্যদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয়ের সমস্যাবলী নিয়ে এসএমসি সভায় আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, লেখাপড়ার মান ও ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে;
- বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপসহ উপজেলা পর্যায়ে দেন দরবারকরণে ।

শিক্ষক

শিক্ষকগণ হলেন শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি। তাদের হাত ধরেই প্রতিটি শিশুর পড়ালেখায় হাতেখড়ি হয়। শিক্ষকদের যত্ন ও মননশীলতায় শিশুরা গড়ে উঠে আলোকিত মানুষরূপে। শিক্ষকগণ যেমন তাদের উদ্ভাবনী চিন্তা-চেতনা প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারেন, তেমনি তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব। এই কর্মসূচিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যেসব কাজ করা যেতে পারে:

- শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে;
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠদানে;
- লেখাপড়ার মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে;
- দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- নিয়মিতভাবে অভিভাবক ও কার্যকর এসএমসি সভা আয়োজনে।

শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ। তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষা কর্মকর্তার সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই এই কর্মসূচিতে তাদের সম্পৃক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি। যেভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (প্রাথমিক) এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যায়:

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বেইসলাইনের প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবগত করে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার মাধ্যমে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মির্জা কামরুন্নাহার

প্রতিবন্ধী শিশু পলী ও শ্যামলী বিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী

গণসাক্ষরতা অভিযান প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসব কার্যক্রমের ফলে পিছিয়ে পড়া এলাকার বিদ্যালয়সমূহে জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমি হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রত্যাশা প্রকল্পের তেঘরিয়া ও গোপায়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কর্ম এলাকার একজন কর্মী।

তেঘরিয়া ইউনিয়নে ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা দেখতে গিয়ে কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিবন্ধী শিশু পলী রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। পলী শারীরিক প্রতিবন্ধী। তার বয়স ১২ বৎসর। বাবা অতি দরিদ্র প্রদীপ রায়। মা লিপি রায় গৃহিণী। পলীকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য তার মা-বাবাকে অনুরোধ করি। পলীর মা-বাবা লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু স্কুলে যেতে মন চায় পলীর। তবে বন্ধুদের অবজ্ঞা তাকে পিছিয়ে দেয়। পলীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে একই গ্রামের নিবারণ সূত্রধরের সন্তান প্রতিবন্ধী শ্যামলী সূত্রধরের খোঁজ পাই। শ্যামলী বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী। বয়স ১১ বছর। সেও দরিদ্র পরিবারের সন্তান। শ্যামলীকে বিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করে সফল হননি তার মা-বাবা। শ্যামলীর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত বছর রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক ভর্তি করতে রাজি হননি। কারণ, প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষাদানের কৌশল তাদের জানা নেই। বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকায় ভর্তিযোগ্য শিশু জরিপের সময় পলী ও শ্যামলীকে বাদ দেওয়া হয়।

পলীর হাতে বই তুলে দিচ্ছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক

স্কুলের এসেম্বলিতে শ্যামলী

তেঘরিয়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে পলী ও শ্যামলীকে বিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে পলী ও শ্যামলীকে নিয়ে রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলাম। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামছুন নাহার বেগমের সঙ্গে আলোচনা করে পলী ও শ্যামলীর ভর্তি নিশ্চিত করলাম। পলী ও শ্যামলীর হাতে নতুন বই তুলে দিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। পলী ও শ্যামলীকে ২০১৬ সালে উপবৃত্তি পাওয়ার তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ করলাম। প্রধান শিক্ষক পলী ও শ্যামলীকে উপবৃত্তির আওতায় আনবেন বলে আশ্বাস দিলেন। প্রতিবন্ধী পলী ও শ্যামলী এখন রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রী।

কাজল সমাদ্দার

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে

আলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এখন সুরক্ষিত

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে হবিগঞ্জ জেলার তেঘরিয়া, গোপায়া, লস্করপুর ও নিজামপুর ইউনিয়নে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩ সালে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। এসেড হবিগঞ্জ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সঙ্গে সভা, কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান, হাতের লেখা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন, শিক্ষা উপকরণ দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ, কবিদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ, দলীয়ভাবে পাঠদান, শতভাগ ভর্তিসহ বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুবান্ধব করতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কমিউনিটির লোকজন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে গোপায়া ইউনিয়নের আলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটির উদ্যোগে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে।

আলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্দিক জঙ্গলে ঘেরা। কিন্তু এর সীমানা প্রাচীর নিচু এবং প্রধান ফটকে গেট ছিল না। এ কারণে শিক্ষার্থীরা ভয় পেত। আবার দুষ্টু ছেলেরা শ্রেণিকক্ষের তালায় ময়লা মেখে রাখত। বিদ্যালয়ের এ সমস্যা নিয়ে কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের

সদস্যরা আলোচনা করেন। কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্য জাবেদ হাসানসহ অন্য সদস্যরা নিজেদের উদ্যোগে সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এলাকার লোকজন ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা নিজেদের উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ করে পুরাতন প্রাচীরের উপর ২ ফুট নতুন প্রাচীর ও তার উপর ২ ফুট গ্রিলের প্রাচীর এবং প্রধান ফটকে ১২ ফুট লম্বা ৮ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি গেট নির্মাণ করে। ফলে বিদ্যালয়ের বাগান, দরজা-জানালা ও অন্যান্য আসবাবপত্র সুরক্ষা পেয়েছে।

মাহফুজুর রহমান

রাধাকৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : কিছু অভিজ্ঞতা কিছু পরামর্শ

রাধাকৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কক্ষে আলাপচারিতা

দুপুর ঠিক একটায় রাধাকৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাজির হলাম। দেখলাম ছেলে ও মেয়েরা একসঙ্গে ফুটবল খেলছে। সঙ্গে রয়েছেন একজন শিক্ষক। তিনিও অংশ নিয়েছেন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে।

আমাদের পরিচয় পেয়েই স্বাগত জানালেন প্রধান শিক্ষক রাশিদা বেগম। তিনি বললেন, এখন টিফিন পিরিয়ড, তাই শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করছে। আমরা বললাম, শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করছে দেখেই খুব খুশি হলাম। কারণ, অনেক স্কুলেই এটা করা হয় না।

শিক্ষকদের কক্ষে বসেই শিক্ষার্থীদের হাতের কাজ দেখলাম। চমৎকার ছবি আঁকতে শিখেছে শিক্ষার্থীরা। প্রায় সকল শিশুই নিয়মিত ছবি আঁকার ক্লাসে অংশ নেয়। নাচ-গানসহ সাংস্কৃতিক চর্চার ক্লাসও নিয়মিত হয় বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক। একটি মেয়ে চমৎকার নাচ দেখাল।

শিক্ষকরা জানালেন, এখানকার শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে বসেই ছবি আঁকা শেখে। শেখে নাচ-গান, খেলাধুলা। এ বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসব কিছুর চর্চা হয়। এজন্য এসব কাজে পারদর্শী শিক্ষকও রয়েছেন বিদ্যালয়ে। অনেকটা নিজেদের আগ্রহ ও উদ্যোগের ফলেই তারা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীবান্ধব আনন্দদায়ক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তারপর দেখলাম স্কুলের লাইব্রেরি, বাগান, ওয়াশ ব্লক সবকিছু। শ্রেণিকক্ষেও গেলাম। শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে বসা, হাতেকলমে শিক্ষার ব্যবস্থা সবই মনোমুগ্ধকর।

রাস্তার পাশে অবস্থিত এ বিদ্যালয়ের মাঠের সামনের দিকে দেবদারু গাছ লাগিয়ে বেড়ার মতো তৈরি করে নামফলক ও তোরণ নির্মাণের অনুরোধ জানালাম। বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ও বাগান সম্প্রসারণ করা এবং একাজে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দিলাম।

ভাল লাগল মানসম্মত এ বিদ্যালয়ের পারফরমেন্স দেখে। আমন্ত্রণ জানালাম শিক্ষকদের গণসাক্ষরতা অভিযানে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার জন্য, বেড়াতে আসার জন্য ।

তপন কুমার দাশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সারা দেশে অনুকরণীয় হতে পারে

মোহাম্মদ আবদুর রউফ, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, হবিগঞ্জ

আমাদের হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ৫০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে এই পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে ঘুরেছি। আমি এসব বিদ্যালয়ে দেখেছি, শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে চমৎকার কাজ চলছে। সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি এসেড ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় একটি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষগুলোকে পরিবেশবান্ধব করা হয়েছে। এতে শিশুরা আগের চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে। তারা আগের থেকে অনেক বেশি বিদ্যালয়ে আসছে। বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সমস্যাগুলো প্রাথমিকভাবে সমাধান করার একটি সুন্দর প্রচেষ্টা আমরা দেখেছি। আমি নিজেও একটি বিদ্যালয়ের জায়গা সম্পর্কিত সমস্যা তৎক্ষণাৎ সরেজমিনে গিয়ে সমাধান করেছি। এভাবে সারা দেশে পিইডিপি ৩-এর আওতায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, তার পাশাপাশি সফটওয়্যার অর্থাৎ শিক্ষার পরিবেশ যদি ভাল করা যায় তাহলে এটি একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হবে। সরকারের লক্ষ্য আমাদের দেশকে শিক্ষায় স্বনির্ভর করা, প্রযুক্তিনির্ভর করা, তার প্রাথমিক যে ভিত্তি তা এই সমন্বিত উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক দেশের ৮টি জেলায় ৩২টি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক), উদয়ন সাবলম্বী সংস্থা (ইউএসএস), ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি), গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস), সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা), এসোসিয়েশন ফর সোসিও-ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (এসেড), আশ্রয় ফাউন্ডেশন, আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) মাঠ পর্যায়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org